সমকাল

তারিখ ... 13 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

সেশনজট কমাতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন না শিক্ষকরা

■ আরিফুল নেহাল, *জাবি*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) গত ছয় বছর কয়েক দফা আন্দোলনে শিক্ষা-গবেষণা বারবার ব্যাহত হয়েছে। দুই ভিসির বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন ক্লাস বর্জন করেছেন শিক্ষকরা। এতে প্রায় প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম চার মাস থেকে দেড় বছরের সেশনজট তৈরি হয়েছে। এ জট কমাতে সে সময় শিক্ষক সমিতির নেতারা একাধিকবার ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া হবে, প্রয়োজনে ছুটির দিনেও ক্লাস নেওয়া হবেসহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তাদের বিরুদ্ধে ওইসব প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, শিক্ষক সমিতির দাবির মুখে গত বছরের ২১ অক্টোবর বিশেষ সিন্ডিকেটে একদিনের সাপ্তাহিক ছুটিকে দু'দিনে উন্নীত করা হয়েছে। শিক্ষকদের এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কোর্সে অচলাবস্থা বিরাজ করলেও নয়টি বিভাগে সান্ধ্যকালীন কোর্সে নেই কোনো সেশনজট। এসব কোর্স নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে সাপ্তাহিক ছুটি বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন নিয়মিত শিক্ষার্থীরা।

অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, কলা ও মানবিক অনুষদের মধ্যে বাংলা বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগে কমপক্ষে ৫ থেকে ১১ মাসের সেশনজট রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে ৫ থেকে ৮ মাসের সেশনজট। জীববিজ্ঞান অনুষদ, গাণিতিক ও পদার্থবিদ্যা অনুষদের প্রতিটি বিভাগে রয়েছে ৪ থেকে ৯ মাসের সেশনজট। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ৪টি বিভাগেই রয়েছে এক বছরের সেশনজট।

সেশনজটের বিষয়ে মার্কেটিং বিভাগের ৪১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. সুমন বলেন, '২০১৫ সালে বিবিএ শেষ করেছি। এখন পর্যন্ত এমবিএ শেষ হয়নি। এক বছরের কোর্স শেষ হচ্ছে না দুই বছরেও।' চলতি বছরের ২৬ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীর সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে ১৪ বিভাগের ১৯ ব্যাচের পরীক্ষা স্থগিত হয়। এর আগে ২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের হত্যাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষক সমাজের ব্যানারে ভিসিবিরোধী আন্দোলনে নামেন শিক্ষকরা। ১৭ মে ভিসি শরীফ এনামুল কবির পদত্যাগ করেন। ২০ মে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের ভিসি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আবারও বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনে নামে শিক্ষক সমিতি। সে সময় টানা তিন মাস ক্লাস বর্জন করেন শিক্ষকরা। সমিতির তৎকালীন সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদারসহ অন্য শিক্ষক নেতারা ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন। প্রয়োজনে ছুটির দিনেও ক্লাস নেওয়ার কথা বলেন তারা। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ২০১৪ সালের ১৩ জানুয়ারি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন পদত্যাগ করেন। এসব আন্দোলনে প্রতিটি বিভাগে সেশনজট তৈরি হয়। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াতের হরতাল-অবরোধ ওই সেশনজটকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রমতে, নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ফল ঘোষণা করার কথা। কিন্তু প্রায় বিভাগই এ নিয়ম মেনে চলে না। এর জন্য তারা ৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত ব্যয় করে। এতে শিক্ষার্থীদের অনেকেই চাকরিতে আবেদন করতে পারছেন না।

শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সভাপতি এবং বর্তমানে গাণিতিক ও পদার্থবিদ্যা অনুষদের ডিন অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার বলেন, 'আমার সময় যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তবে সব শিক্ষক আন্তরিক না হলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।'

শিক্ষক সমিতির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ আহমেদ বলেন, 'তখনকার সময়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বলতে পারবেন। এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আমির হুসেন ভূঁইয়া বলেন, আন্দোলনের কারণে চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্সে সেশনজট আছে। তবে নিচের ক্লাসগুলোতে আমরা সেটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। শিক্ষকরা আন্তরিক হলে অন্য বিভাগেও জট কাটানো সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষার্থীদের সেশনজট কমাতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বিবেকের দায়বোধ আরও বাড়ানো দরকার।